খসড়া, ২৭ জুন ২০২৫

এফএফডি-৪, সেভিলা, স্পেন, ৩০ জুন-৩ জুলাই ২০২৫ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের আহ্বান।

অবৈধ জনবিরোধী ঋণ বাতিল ও ন্যায্য অধিকার আদায়ে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ

বিশ্বের ধনী ও ক্ষমতাশালী দেশ গুলো জুন ২০২৫ এ একাধিক গুরুত্ব পূর্ণ সভায় মিলিত হচ্ছে, ১৫-১৭ জুন কানাডায় জি-৭ সম্মেলন , ১৬-২৬ শে জুন জার্মানিতে জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন- ২০২৫ এবং ৩০শে জুন থেকে ৩ই জুলাই স্পেনের সেভিলা তে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৪র্থ উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন সম্মেলন। International Conference on Financing for Development (FfD4) একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম, যেখানে বৈশ্বিক উন্নয়নে অর্থায়ন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। এই সম্মেলন এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের ভারে জর্জরিত, করব্যবস্থা বৈষম্যমূলক ও সীমিত, এবং জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অর্থায়ন অসম্পূর্ণ। সম্মেলন উপলক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ২৭-২৯ জুন গ্লোবাল ডে অফ অ্যাকশান অন ফাইনান্স পালিত হচ্ছে। দেশ গুলোর নাগরিক সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার , জলাবায়ু পদক্ষেপের অর্থায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবী জানিয়ে আসছে। বাংলাদেশে ইকুইটিবিডি ও সমমনা প্রতিষ্ঠান গুলো এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি গণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের সুনির্দিষ্ট দাবীগুলো জানিয়ে আসছে।

বর্তমানে বংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ খাতে দেনার পরিমাণ দাড়িয়েছে প্রায় ১০৩ বিলিয়ন ডলার । যা ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে (৫১ বিলিয়ন ডলার) থেকে দ্বিগুণ । দেশের মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৬০৫ ডলারে পৌঁছেছে, যা ২০১৫ অর্থ বছরের তুলনায় ১৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে বৈদেশিক দেনা পরিশোধের জন্য মোট ব্যয়ের ১৫.৪% বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বৈদেশিক দেনা দ্বিগুণ হবার কারণ হিসেবে দেখা যায় যে বড় বড় অবকাঠামো নির্মাণ ও বৈদ্যতিক প্রকল্প (পাওয়ার প্লান্ট) এর জন্য ঋণ গ্রহণ, এমন ৭টি মেগা প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে যা মানুষের জীবনে খুব কমই উপকারে আসবে, অথচ এই ঋণের দায় পরিশোধ করতে হবে এই দেশের জনগণকেই । এছাড়াও মনে করা হচ্ছে ঋণের টাকার একটা বড় অংশ লুটেরাদের পকেটে গিয়েছে, যা ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশে পাচার হয়ে গেছে। দুর্নীতির এইসব প্রকল্প যা মানুষের বৃহত্তর উপকারে আসেনি বাংলাদেশের এমন বৈদেশিক দেনাগুলো অতি দ্রুত বাতিল করা উচিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দুর্নীতিগ্রস্ত বা স্বৈরাচার সরকারের নেয়া জনবিরোধি ঋণকে 'অডিয়াস ডেট' বিবেচনা করে মওকুফ বা ঋণ পুনর্গঠনের উদাহরণ রয়েছে ইকুয়েডর, ইরাক এবং কিউবায় ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এ মুহূর্তে এমন ঋণ নিয়ে বিতর্ক চলছে লেবানন, গ্রিস, জাম্বিয়া, শ্রীলংকাসহ বেশ কয়েকটি দেশে।

দেশের কর-জিডিপি অনুপাত ৭.৫% যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে

সর্বনিম্ন। এটি জনসেবা, জলবায়ু অভিযোজন, দারিদ্র্য হ্রাস ও নারীর ক্ষমতায়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিনিয়োগের সক্ষমতাকে ব্যাহত করছে। প্রতি বছরই বাজেটের আকার বড় হচ্ছে আর দেশের সামগ্রিক বাস্তবতার কথা বিবেচনা না করে আইএমএফ, ওয়ার্ড ব্যাংকের মতো উপনৈবেশিক প্রতিষ্ঠান গুলোর অযাচিত হস্তক্ষেপ ও শর্ত মেনে অভ্যন্তরীণ সম্পদ অর্জনের নীতিমালা প্রনয়ন, ধনী গরীব নির্বিশেষে সকলের উপর সমহারে কর আরোপ করায় কর ন্যায্যতা ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। দেশের ধনী ১০ শতাংশ মানুষের হাতেই এখন দেশের মোট আয়ের ৪১ শতাংশ।অন্যদিকে সবচেয়ে গরিব ১০ শতাংশ মানুষের আয় দেশের মোট আয়ের মাত্র ১ দশমিক ৩১ শতাংশ। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (CPD)-এর মতে সম্পদ কর ফাঁকি ও কর

পরিহারের কারণে বাংলাদেশ প্রতি বছর আনুমানিক ৬,০০০ কোটি টাকা (৬০ বিলিয়ন টাকা) রাজস্ব হারায়, যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কর্পোরেট কর ফাঁকির কারণে ঘটে। এই পরিমাণ অর্থ দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ০.১ শতাংশের সমান। যা দিয়ে দেশের স্বাস্থ্য খাতে বার্ষিক জাতীয় বাজেট বরাদ্দে প্রায় ১৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। পাশাপাশি, শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ ৬.৫% এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি সম্ভব।

বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী জলবায়ু ঝুঁকি সূচকে ৭ম স্থানে রয়েছে। জলবায়ু-সম্পর্কিত ক্ষতিকর প্রভাবগুলির কারণে দেশে বছরে আনুমানিক ১২ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হওয়া স্বত্তেও, বাংলাদেশ জলবায়ু তহবিল হতে প্রায় ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার গ্রহণ করে, যার বেশিরভাগই অনুদানের পরিবর্তে বিদেশী ঋণ আকারে আসে। যেহেতু বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে সামান্য অবদান রেখেছে, তাই জলবায়ু সংকটের জন্য এ দেশ কোনভাবেই দায়বদ্ধতা বহন করতে পারে না। সুতরাং, দেশের জলবায়ু সম্পর্কিত বৈদেশিক দেনা বাতিল করতে হবে এবং সমস্ত জলবায়ু তহবিলে ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য এ সহায়তাকে অনুদান হিসাবে প্রদান করতে হবে।

গত ১৫ বছরে, দেশ থেকে প্রায় ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। যা বাংলাদেশে বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিতি (Foreign Currency Reserve) এর চেয়ে প্রায় ১২ গুণ বেশি। এই পাচার কৃত অর্থ যদি বাংলাদেশের অর্থনীতি যুক্ত হতো বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত সুযোগ ছিল।পরিতাপের বিষয় হলো হচ্ছে এই অর্থ গুলো পাচার হচ্ছে বিভিন্ন উন্নত দেশ সমুহে, এর মধ্যে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুজারল্যান্ড , আরব আমিরাত অন্যতম। সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের (এসএনবি) ২০২৪ সালে সুইজ ব্যাংক গুলোতে বাংলাদেশিদের জমা বেড়েছে প্রায় ৩৩গুন। উন্নত বিশ্বের দেশ গুলোকে এই ব্যপারে তেমন কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যাচ্ছে না, জাতিসংগের এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান দেখা যাচ্ছে না। তাই ধনী দেশ গুলোর কাছে আমাদের আবেদন সহায়তা প্রদানের চেয়ে এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের পাচারকৃত অর্থ ফেরত দাও।

এফএফডি-৪ সম্মেলনে বাংলাদেশের দাবী সমূহঃ

১) বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঋণের অসম চাপে নিষ্পেষিত হচ্ছে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো। তাই দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক ও বেসরকারি সকল অবৈধ জনবিরোধী ঋণ কে অডিয়াস লোন হিসেবে ঘোষণা করে শর্তহীন ভাবে বাতিল করতে হবে। ঋণের পরিবর্তে অনুদান ও সহায়তা বাড়াতে হবে।

২) অবৈধ অর্থপাচার রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন, বহুজাতিক কোম্পানি গুলোর দেশভিত্তিক আর্থিক প্রতিবেদন বাধ্যতামূলক করা। প্রকৃত মালিকানা (Beneficial Ownership) রেজিস্ট্রি চালু করতে হবে। মুদ্রা পাচার রোধে ট্যাক্স হেভেন হিসেবে পরিচিত ধনী দেশ গূলোকে সেই সকল দেশে অবৈধ অর্থ গ্রহন ও বিনিয়োগ সুবিধা বন্ধ করতে হবে।

৩) কর ব্যবস্থা সংস্কারে আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মতো ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান গুলোর হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। কর অপব্যবহার হ্রাস ,অবৈধ আর্থিক প্রবাহ রোধ,বহুজাতিক কর্পোরেশন ও উচ্চ-আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের কার্যকরভাবে করের আওতায় আনার জন্য,জাতিসংঘ ট্যাক্স কনভেনশন,বিশেষ করে Framework Convention on International Tax Cooperation চুক্তি অনুশীলন নিশ্চিত করতে হবে।

৪) কর্পোরেট কর ব্যবস্থার ফাঁকফোকর বন্ধ করতে হবে। বহুজাতিক কোম্পানী গুলোর কর ফাঁকি রোধে ও মূলধন পাচার রোধে যুগোপযোগী কর ব্যবস্থা প্রনয়ন, দেশভিত্তিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৫) জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় ধনীদেশগুলোর প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়ন (Climate Finance) অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি বা বাণিজ্যিক ঋণ নয়, সরাসরি অনুদান অথবা সহজ শর্তে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

COAST Foundation, Metro Melody, House: 13, Road: 2, Shyamoli, Dhaka-1207.
Phone: +88 02- 4102 5889, 5890, 5891Email: info@coastbd.net, Web: www.coastbd.net